সৈকতে ভেসে এলো বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির ডলফিন

পৃথিবীজুড়ে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির ডলফিন ইরাবতী। দেশের উপকূলীয় সমুদ্রসীমার নোনা জলে এদের আবাসস্থল ও বিচরণ।

পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলার জাহাজমারা সমুদ্র সৈকতের তীরের বালুচরে ভেসে এসেছে এমন প্রজাতির একটি ডলফিন।

শুক্রবার সকালে দেখা গেছে, জাহাজমারা সৈকতের বালুচরের বীচে বিশাল আকৃতির একটি মৃত ডলফিন পড়ে আছে।

স্থানীয় জেলেরা বলছেন, বৃহস্পতিবার বিকালে জোয়ারে ভেসে এসে বালুচরে আটকা পড়েছে ডলফিনটি। জেলেদের জালে আটকা পড়ে ৩-৪ দিন আগে ডলফিনটি মারা যেতে পারে বলে মনে করছেন স্থানীয় লোকজন।

জাহাজমারা সংলগ্ন ভূইয়াকান্দা গ্রামের বাসিন্দা মোস্তফা হোসেন বলেন, বৃহস্পতিবার থেকে এইটা (ডলফিন) জাহাজমারা পড়ে থাকতে দেখেছি। রাতে শিয়াল-কুকুরে হানাও দিয়েছে মনে হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ডলফিনের সব প্রজাতির মধ্যে ইরাবতী গুরুত্বপূর্ণ। প্রজাতিগতভাবে স্তন্যপায়ী হলেও এই প্রজাতির ডলফিনের সঙ্গে মানুষের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মানুষের মতোই এদের রক্ত গরম। একটি পরিবারের মতোই নদ-নদী ও সাগরে দলবেঁধে বিচরণ করে।

এ ব্যাপারে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ, একোয়াকালচার অ্যান্ড মেরিন সায়েন্স অনুষদের শিক্ষক মীর মোহাম্মদ আলী যুগান্তরকে বলেন, ইরাবতী ডলফিন সারা পৃথিবীতে একটি বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি। একমাত্র বাংলাদেশেই এই প্রজাতিটি সর্বোচ্চ পরিমাণ পাওয়া যায়, সেহেতু এদের রক্ষার জন্য আমাদের এগিয়ে আসা দরকার।

সামুদ্রিক জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় মৎস্য অধিদফতর ও প্রশাসনের মাধ্যমে মেরিন প্রটেক্টেড অঞ্চল করার উদ্যোগ নেয়া উচিত। পাশাপাশি জনগণ ও জেলেদের সচেতনতার জন্য কর্মসূচি হাতে নেয়া প্রয়োজন।

তিনি যুগান্তরকে আরও বলেন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন ২০১২ অনুযায়ী তিমি বা ডলফিন হত্যার দায়ে কেউ অভিযুক্ত হলে সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড অথবা তিন লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হতে পারে। তিমি বা ডলফিনের দেহাবশেষ সংগ্রহ করলে তার জন্য সর্বোচ্চ দুই বছরের সাজা অথবা এক লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হতে পারে।

সূত্র: যুগান্তর

হেফাজত আমির আল্লামা আহমদ শফী আর নেই

হেফাজত আমির আল্লামা আহমদ শফী আর নেই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি রাজধানীর আজগর আলী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন।

ইসলামী ঐক্যজোটের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আলতাফ হোসেন যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

এর আগে শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪টায় হেফাজত ইসলামের আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফীর শারীরিক অবস্থা অবনতি হওয়ায় তাকে ঢাকায় আনা হয়েছিল। এরপরই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের আইসিইউতে থাকা আল্লামা শফীকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে শুক্রবার সন্ধ্যার আগে ঢাকায় এনে আজগর আলী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

উল্লেখ্য, প্রায় শতবর্ষী আল্লামা আহমদ শফী দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার পাশাপাশি ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন।

সূত্র:যুগান্তর

সরকারি চাকরিতে বয়স ছাড়ে নির্দেশনা জারি

কভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতিতে বিসিএস ছাড়া সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে চাকরিপ্রার্থীদের বয়সসীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে সরকার। গতকাল বৃহস্পতিবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এক আদেশে ২৫ মার্চকে প্রার্থীর ৩০ বছর ধরে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশনা দিয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, ‘২৫ মার্চের আগে নিয়োগের ছাড়পত্র গ্রহণসহ সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করা সত্ত্বেও কভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে যেসব দপ্তর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে পারেনি, সেসব দপ্তরের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ২৫ মার্চ তারিখের প্রার্থীদের সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে সব মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ জানানো হলো।’

এ আদেশটি জারি করা হয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিধি অনুবিভাগের উপসচিব দীপংকর বিশ্বাসের স্বাক্ষরে। তিনি গতকাল রাতে কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘২৫ মার্চের আগে যেসব সরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির জন্য ছাড়পত্র নিয়েছিল শুধু সেসব বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনকারী চাকরি প্রার্থীরা বয়স ছাড় পাবেন।’ উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ‘এ ক্ষেত্রে ছাড়পত্র নেওয়া বিজ্ঞপ্তি যদি আগামী ডিসেম্বরেও প্রকাশ করা হয় তাহলেও এই নিয়ম প্রযোজ্য থাকবে। তবে এখন যেসব প্রতিষ্ঠান নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির জন্য নতুন ছাড়পত্র নিচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে না।’

যাঁরা উল্লিখিত শর্তযুক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন করবেন তাঁদের ক্ষেত্রে ২৫ মার্চ, ২০২০ তারিখকে ৩০ বছর ধরে হিসাব করা হবে। এভাবে আবেদনের যোগ্য বিবেচিতদের জন্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাগুলোকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে বলেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

বর্তমানে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩০ বছর, মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের ক্ষেত্রে ৩২ বছর। প্রথম ও দ্বিতীয়

শ্রেণির চাকরিতে সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদগুলোতে নিয়োগের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ

আগামী ৩ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এ উপলক্ষে বর্তমানে পুরোদমে চলছে প্রচারণা। এরই মধ্যেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করলেন সাবেক মডেল অ্যামি ডরিস। যুক্তরাজ্যের সংবাদপত্র দ্য গার্ডিয়ানকে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, “১৯৯৭ সালে ট্রাম্প আমাকে জোর করে চুম্বন করেন। ঘটনাটা ঘটেছিল নিউ ইয়র্কে ইউএস ওপেন টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ চলার সময় ভিআইপি বক্সে।”

ডরিস বলেছেন, “ট্রাম্প আমায় চেপে ধরেন। তারপর জোর করে তার জিহ্বা আমার মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে দেন। ট্রাম্প এত জোরে চেপে ধরেছিলেন যে আমি ছাড়াতে পারছিলাম না। তার হাত আমার স্তন, পশ্চাৎদেশ সহ শরীরের সব জায়গা স্পর্শ করছিল। আমি বারবার তাকে থামতে বলেছিলাম, কিন্তু তিনি থামেননি।”

ডরিসের দাবি, “আমি সে সময় অনেককেই এই ঘটনার কথা বলেছিলাম। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন।”
যখন এই ঘটনা ঘটেছিল, তখন অ্যামি ডরিসের বয়স ছিল ২৪ বছর। আর ট্রাম্পের ৫১। তিনি তখন দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন।

ডরিস এই সাক্ষাৎকার গার্ডিয়ানকে দিয়েছিলেন এক বছর আগে। তার অনুরোধ ছিল, তখন তা যেন ছাপা না হয়। তিনি বলেছেন, ট্রাম্প এই কাজ করার পরও ছাড়া পেয়ে গেছেন দেখে আমার খুব খারাপ লাগে।

ট্রাম্পের আইনজীবী গার্ডিয়ানকে জানিয়েছেন, ডরিস যা বলছেন তা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এরকম ঘটনা ঘটলে তার তো সাক্ষী থাকবে। আগমী ৩ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। তার আগে এই ধরনের

অভিযোগ পুরোপুরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ নতুন নয়। এর আগেও একগুচ্ছ অভিযোগ এসেছিল। আমেরিকার কলামনিস্ট ই ক্যারল অভিযোগ করেছিলেন, ট্রাম্প তাকে একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ট্রায়াল রুমে ধর্ষণ করেছিলেন। ২০১৬ সালের নির্বাচনের আগে ট্রাম্পের একটা ভিডিও ক্লিপ ভাইরাল হয়। সেখানে তিনি বলেছিলেন, তার খ্যাতি এতটাই বেশি যে, চাইলে যেকোনও মেয়েকে ধরে তার যৌনাঙ্গে হাত দিতে পারেন। ট্রাম্প প্রথমে এটাকে ‘লকার রুম ব্যান্টার’ বলে উড়িয়ে দিয়েও পরে ক্ষমা চেয়েছিলেন।

তবে প্রশ্ন হল, ডরিস এতদিন পরে কেন এই অভিযোগ করলেন? তার বক্তব্য, “এই ধরনের ঘটনা কারো সঙ্গে ঘটলে সে তখন আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে যায়। আমিও হয়েছিলাম। এখন আমার দুই মেয়ের কাছে রোল মডেল হতে চাই। তাই বলছি।” সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান, ডয়েচে ভেলে

হাসপাতালে আল্লামা শফি

অসুস্থ হয়ে পড়েছেন দেশের শীর্ষ কওমী আলেম আল্লামা আহমদ শফি।

বৃহস্পতিবার রাতে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাত সাড়ে ১২টায় আল্লামা শফিকে নিয়ে একটি গাড়ি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পথে রওনা দেয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন আছেন।

হাটহাজারী মাদ্রাসার একাধিক সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হঠাৎ করে আল্লামা শফির স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। এরপর তাকে চট্টগ্রামে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

প্রসঙ্গত, দেশের শীর্ষ কওমী আলেমা আল্লামা আহমেদ শরীরের বাসা বেঁধেছে নানান রোগ। ১০৫ বছর বয়সী এ প্রবীন আলেম ডায়াবেটিকস, উচ্চ রক্তচাপসহ বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছেন। ফলে প্রায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হয়।

গত কয়েক মাসের একাধিকবার শরীরে নানা জটিলতা দেখা দিলে চট্টগ্রাম

ও ঢাকার হাসপাতালে কয়েকদিন চিকিৎসা নিতে হয় বড় হুজুর খ্যাত আল্লামা শফিকে।

আইসিইউতে অ্যাটর্নি জেনারেল

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমকে রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের (সিএমএইচ) আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়েছে।

আজ ভোরে তাকে আইসিইউতে নেওয়া হয়েছে।

হাসপাতাল থেকে অ্যাটর্নি জেনারেলকে দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত অ্যাডভোকেট মাসুদ মিয়া জানান, ভোরে অ্যাটর্নি জেনারেলের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় গত ৪ সেপ্টেম্বর অ্যাটর্নি জেনারেলকে রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

দুর্নীতির পাহাড়, তবুও বহাল কালাম মাষ্টার

মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আযাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির পাহাড় জমলেও শিক্ষা কর্মকর্তাদের নির্বীকারের কারণে বহাল তবিয়তেই এখনো রয়েছেন তিনি। তৎকালীন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বিনয় কুমার চাকী,সদ্য বিদায়ী ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি গোলাম মোস্তফা শান্তিও এ সকল দুর্নীতির মদদদাতা বলে অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি জেলা শিক্ষা অফিসার মাহফুজুল হোসেনের কর্মকান্ড নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

নিয়োগ বানিজ্য, শিক্ষকদের বেতনের টাকা আত্মসাৎ, একই পদে একাধিক শিক্ষক নিয়োগ, স্ত্রীকে তিন পদে নিয়োগ দেওয়া, নিয়োগ বানিজ্য করে সম্পত্তি ক্রয় সহ এক ডজন দুর্নীতির অভিযোগ আবুল কালাম আযাদের বিরুদ্ধে। এছাড়া একটি হত্যা মামলার প্রধান আসামি হিসেবে মামলাটি চলমান রয়েছে।

অভিযোগ গুলো মধ্যে রয়েছে, মো: মসিউর রহমান মেহেরপুর সদর উপজেলা বর্শিবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক তার স্ত্রী মোছা: শারমিন নাহার একই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা (বাংলা) প্রধান শিক্ষকের কুচর্ক্রীর কারণে এমপিও থেকে বাদ পড়েছেন।

অথচ ২০০৩ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার সময় ৫১ শতক জমির মধ্যে ৪০ শতক জমি দান করেছেন মসিউর রহমানের পিতা মোঃ আব্দুল হামিদ বিশ্বাস। জমি দান এবং নগদ ৫৯ হাজার টাকা দিয়েও প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আযাদের কুচক্রীর কারণে তাদের দুজনের কেউই এমপিও ভুক্ত হতে পারেননি। এমপিও ভুক্ত হতে না পেরে দুজনেই উচ্চ আদালতে রিট করি। আরেক জন শিক্ষক মোঃ আব্বাস আলী এমপিও ভুক্ত হতে না পেরে উচ্চ আদালতে রিট করেছেন যার নং ১৫১৯৬/২০১৯ এবং ১৫১৯৭/২০১৯।

২০১৯ ইং সালে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে একটি সুপারিশ পত্র পাঠান শিক্ষক কর্মচারী এমপিও করণের জন্য। সেখানে প্রধান শিক্ষকের স্ত্রীকে তিন পদে নিয়োগ দেখিয়েছেন। সুপারিশ পত্রটি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বিনয় কুমার চাকী স্বাক্ষর করে জেলা শিক্ষা অফিসে পাঠিয়েছেন। মোঃ শরিফুল ইসলাম রাজনগর দাখিল মাদ্রাসায় ২০২০ সালের মে মাস পর্যন্ত বেতন তুলেছেন।

একই সাথে বর্শিবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার শিক্ষক হিসেবে বর্তমানে বেতন তুলছেন। সভাপতির ছেলে মোঃ সাদ্দাম হোসেন সদর উপজেলায় একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পে চাকুরী করেছেন ২০২০ ইং সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত। বর্শিবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে বেতন তুলছেন। মোঃ শরিফুল ইসলাম (ধর্ম) দরবেশপুর দাখিল মাদ্রাসায় চাকুরী করে বেতন তুলেছেন ২০১৫ সাল পর্যন্ত।

বর্শিবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বর্তমান বেতন ভাতা তুলছেন। বর্শিবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আযাদ একই পদে ২০০৩ ইং ২ জন শিক্ষককে নিয়োগ দিয়েছেন। মোঃ আব্দুস সবুরকে গণিত শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন ২০০৩ ইং সালে। কিন্তু

এ ধরণের বিভিন্ন অভিযোগের পাহাড় তার বিরুদ্ধে থাকলেও অর্থেও বিনিময়ে তিনি এখন পর্যন্ত সবাইকে ম্যানেজ করে পার পেয়ে যাচ্ছেন। এনিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এ সিরিজ প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগীয় উপপরিচালক নীভা রানি পাঠক জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু একটি নাম মাত্র তদন্ত কমিটি করে ৭দিনের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলেও কয়েক সপ্তাহ পার হয়েছে কিন্তু কোন প্রতিবেদন জমা দেয়নি তদন্ত কমিটি।

এ ব্যাপারে তদন্ত কমিটির সদস্য ইছাহাক আলী জানান, আমরা আগামি সপ্তাহে তদন্ত কমিটি জমা দেব।

এ ব্যাপারে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মাহফুজুল হোসেন কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি সাংবাদিককে উল্টো প্রশ্ন করেন এতে আপনার এত ইন্টারেস্ট কেন? তদন্তের কথা না বলে এ প্রতিবেদকের সাথে রূঢ় আচরণ করেন।

তাঁর এ আচরণের মাধ্যমে প্রমাণ করে তিনিও আবুল কালাম আযাদের উপঢৌকন পেয়ে সুর পাল্টাচ্ছেন।

করোনা মোকাবেলায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে: প্রধানমন্ত্রী

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ভূমিকার প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন,কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ‘যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয়’ দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সরকারের মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনেক সমালোচনা অনেকে করে যাচ্ছে। কিন্তু আমি মনে করি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। সেই সময় তাৎক্ষণিকভাবে যে কাজগুলো করার দরকার ছিল, সেটা কিন্তু যথাযথভাবে করা হয়েছে বলেই কোভিড-১৯ কে আমরা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছি।

ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মীদের ভূমিকার মূল্যায়ন করে সরকার প্রধান বলেন, চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা এই মহামারীর মধ্যেও যে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন, আর তা করতে গিয়ে অনেকের যে মৃত্যুও হয়েছে, সে বিষয়টি সবাইকে ‘মাথায় রাখতে’ অনুরোধ করেন প্রধানমন্ত্রী।

সমালোচকদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘আমাদের দেশে এক শ্রেণির লোক থাকে, সমালোচনা করাটাই তাদের অভ্যাস। পান থেকে চুন খসলে অনেক কথা বলবে, কিন্তু নিজেরা কিছু করবে না।’

সমালোচকদের উদ্দেশে সরকার প্রধান বলেন, আমি তো বেসরকারি টেলিভিশন অনেকগুলো দিয়ে দিয়েছি, তারপরে আছে বিদ্যুৎ। আর এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ করে দিয়েছি। এরা এক সময় সমালোচনা করেছিল, সেই ডিজিটাল বাংলাদেশেই আমাদের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার তারা চালাতে থাকবে, সেটা বলুক।

অনুষ্ঠানে গণভবন প্রান্তে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমদ কায়কাউস, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম উপস্থিত ছিলেন।

আর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কেন্দ্রে কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, মন্ত্রীপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলামসহ বিভিন্ন দফতরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র: যুগান্তর

দেশে করোনায় আরও ৩৬ জনের মৃত্যু, আক্রান্ত ১৫৯৩

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে ভাইরাসটির সংক্রমণে সর্বমোট চার হাজার ৮৫৯ জন মারা গেছেন।

বৃহস্পতিবার বিকালে কোভিড-১৯ মহামারী নিয়ে হালনাগাদ তথ্য জানাতে স্বাস্থ্য অধিদফতরের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এমন খবর পাওয়া গেছে।

এতে বলা হয়েছে, গত একদিনে ১৩ হাজার ৬৭৩ টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে শনাক্ত হয়েছেন এক হাজার ৫৯৩ জন। এতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিন লাখ ৪৪ হাজার ২৬৪ জনে।

এ সময়ে দুই হাজার ৪৪৩ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তাদের নিয়ে ভাইরাসটিতে থেকে মোট সেরে উঠেছেন দুই লাখ ৫০ হাজার ৪৩১২ জন।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়ে ৮ মার্চ, ২৬ আগস্ট তা তিন লাখ পেরিয়ে যায়। এর মধ্যে ২ জুলাই চার হাজার ১৯ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়, যা এক দিনের সর্বোচ্চ শনাক্ত।

প্রথম রোগী শনাক্তের ১০ দিন পর ১৮ মার্চ দেশে প্রথম মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য অধিদফতর।

৭ সেপ্টেম্বর সেই সংখ্যা সাড়ে চার হাজার ছাড়িয়ে যায়। এর মধ্যে ৩০ জুন এক দিনেই ৬৪ জনের মৃত্যুর খবর জানানো হয়, যা এক দিনের সর্বোচ্চ মৃত্যু।

সূত্র: যুগান্তর

মানবসম্পদ সূচকে এবার

[illegible]

[illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] `The Human Capital Index 2020 Update : Human Capital in the Time of COVID-19´ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

□□□□□- □□□□□ □□□□